সংবাদ

তারিখ ... 25-MAR-2012 ...
পৃষ্ঠা - ৭ কলাম ৭

আইন মানছে না কেউ

মালিকানা দ্বন্দ্ব দুর্নীতি অনিয়মে আক্রান্ত অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

রাকিব উদ্দিন

আইন-আদালত ও সরকারি নির্দেশনা কোন কিছুরই তোয়াক্কা করছে না বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই আইন না মানাকে নিজেদের কৃতিত্ব হিসেবে জাহির করছে। সনদ ব্যবসা, অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস চালু, ধর্মীয় উন্মাদনা উস্কে দেয়া, জঙ্গিবাদ লালন, মালিকানা বিরোধ এবং সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ও অনিয়মে আক্রান্ত অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা নানা অপকর্ম ও অনাচার থেকে পরিত্রাণ পেতে শিক্ষা ব্যবসায় সম্পৃক্ত করছে সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ কার্যকর করতে নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি)।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংবাদ'কে বলেছেন, 'সব বিশ্ববিদ্যালয়কেই আইন মানতে হবে। আইন মানা এবং স্থায়ী মালিকানা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

মালিকানা : দ্বন্দ্ব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছয় মাস/এক বছর করে সময় বেঁধে দিয়েছি। বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে সবাইকে অবশ্যই আইনের ধারা-উপধারা মানতে হবে'।

বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যা বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী ভর্তিতে অনিয়ম, অতিরিক্ত ফি আদায়, স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিষয়ে জানতে শীঘ্রই বিতর্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ডাকা হবে। গত ৫ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। জানা যায়, প্রায় পৌনে দু'বছর আগে (২০১০ সালের ১৮ জুলাই) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ এর গেজেট প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই এ আইন যথাযথভাবে অনুসরণ করছে না। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তদবিরের চাপে আইন বাস্তবায়নে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সরকার। এমনকি আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এখন পর্যন্ত একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থায়ী সনদ লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। বর্তমানে দেশে ৫৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব : শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, মালিকানা বিরোধে দীর্ঘদিন ধরে স্থবির হয়ে আছে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইবাইস ইউনিভার্সিটি, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রসঙ্গত, গত ৩০ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক উচ্চ পর্যায়ের সভায় মালিকানা দ্বন্দ্ব নিরসনে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন মাসের সময় বেঁধে দেয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বিশ্ববিদ্যালয় তিনটি হলো ইবাইস ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। মালিকানা দ্বন্দ্ব মেটাতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়কে সময় বেঁধে দেয়ার বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বিরোধ মেটাতে আমরা তাদের তিন মাসের সময় দিয়েছি। এরমধ্যে তাঁরা বিরোধ নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হলে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ এর ৩৫(৭) ধারা' অনুসরন করে ইউজিসি'র মতামত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, কয়েকদিন আগে ইবাইস ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে ইউজিসি মতামত দিয়েছে। জানা গেছে, ২০০১ সালের নভেম্বর থেকে অবৈধ ট্রাস্টি বোর্ড দিয়ে চলছে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। এবার প্রতিষ্ঠানটিকে প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেছে ইউজিসি। ইতোমধ্যে ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়টির মালিকানা বিরোধ সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি প্রতিবেদন দিয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানায়, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্বে যারা আছেন, তারা প্রকৃত মালিক নন। এর মালিকানা দাবি করে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মকবুল হোসেন উচ্চ আদালতে মামলা পরিচালনা করছেন। অভিযোগ রয়েছে মালিকানা বিরোধকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন ও রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. কবির হোসেন তালুকদারকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত এবং প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ওপর হামলা চালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক আনোয়ারা বেগমের পালিত পুত্র ইমতিয়াজ আহমেদ। এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি আবুল হোসেন তালুকদার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে ইমতিয়াজের বিচার দাবি করে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন। দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় : জানা যায়, ১৯৮৯ সালে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৩ সালের ১৯ আগস্ট প্রতিষ্ঠানটি সরকারের অনুমোদন পায়। এরপর সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট-১৯৬০ অধীনে প্রতিষ্ঠানটিকে রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেয়া হয়। এরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টিদের মধ্যে দুটি গ্রুপ সৃষ্টি হয়। তাদের মধ্যে শুরু হয় নানা ধরনের বিরোধ। এ সুযোগে অন্য আরও দু/তিনটি অংশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বর্তমানে ৫টি গ্রুপ একই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করে শতাধিক ক্যাম্পাস পরিচালনা এবং নিজেদের পছন্দমত উপাচার্য বসিয়ে অবৈধভাবে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের নামে সনদ বাণিজ্যে লিপ্ত রয়েছে। বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তারা নিজেদের বৈধ দাবি করে অন্য ট্রাস্টিদের বিরুদ্ধে অবৈধ ক্যাম্পাস ও সনদ বাণিজ্যের অভিযোগ করছেন। এ পরিস্থিতিতে কয়েক মাস আগে বিশ্ববিদ্যালয়টির বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি কাজী এবাদুল হকের সমন্বয়ে এক সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে। কমিশন সম্প্রতি তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংবাদকে বলেছেন, তদন্ত প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে। প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। দুর্নীতি ও অনিয়ম : ইউজিসি সূত্র জানায়, কর্তৃপক্ষের লাগামহীন দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষেরদিকে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি এবং অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছে ইউজিসি। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সনদ বাণিজ্য, অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী ভর্তি, আইন উপেক্ষা করে চলা, অবৈধ ক্যাম্পাস পরিচালনা, শিক্ষিকার শ্লীলতাহানির চেষ্টা, প্রতিষ্ঠানের তহবিল তছরুপের অভিযোগ আছে। অভিযোগ আছে, ২০০৭ সালের ৪র্থ সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর কর্তৃক এক হাজার ৫৩১ জনকে সনদ প্রদানের অনুমতি দেয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত ছয় হাজার ২০ জনকে অননুমোদিতভাবে ডিগ্রি দিয়েছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। পরবর্তীতে পণ্ড হয়ে যাওয়া ৫ম সমাবর্তন চ্যান্সেলর কর্তৃক অনুমোদিত চার হাজার ৭০৯ জনের স্থলে ১০ হাজার ২২৬ জনকে অননুমোদিতভাবে সনদ প্রদানের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে বলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে। এছাড়াও কয়েক মাস আগে সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. শামসের আলীকে অবৈধ প্রক্রিয়ায় সরিয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. এএনএম মেশকাত উদ্দীনকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য করা হয়েছে। এ নিয়ে সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটিতে চলছে চরম অস্থিরতা। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করেছেন। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অধ্যাপক ড. এএনএম মেশকাত উদ্দীনকে উপাচার্য হিসেবে বৈধতা দিচ্ছে না বলে জানা গেছে। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, 'এটি দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের বিরুদ্ধেও সম্প্রতি নানা অভিযোগ উঠেছে। আমরা সেসব অভিযোগ খতিয়ে দেখছি। তবে প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যেকোন পদক্ষেপ নেবে'।